R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৭ই জানুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

কমিউনিটি মেডিক্যালের প্রথম প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৭ জানুয়ারী—আজ বহরমপুর জেনারেল হাসপাতালে ইনসটিটিউট অব ডিপলোমা কোরস ইন কমিউনিটি মেডিক্যাল সারভিস এর প্রথম প্রতিষ্ঠানটির দ্বারোদঘাটন করা হয়। দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য, পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তী, কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এস পির রাজ্য কমিটির সম্পাদক মাখন পাল, সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী, সি পি এম, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মুরশিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক যথাক্রমে মধু বাগ, অমল কর্মকার ও জয়ন্ত চৌধুরী, রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, বিশেষজ্ঞ প্রমুখ। এই উপলক্ষে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক জনসভায় প্রমোদবাবু বলেন, রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে একদল বিশেষজ্ঞ কালো ব্যাজ পরছেন। কিন্তু এই প্রকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ব্যাপার নাই। বরং এখান থেকে যাঁরা পাস করবেন তাঁরা বিশেষজ্ঞদের সহায়ক হবেন। সুচিকিৎসা পরের কথা, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাই নাই—তাই সরকার কিছু ছাত্রকে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত করে গ্রামের মুমূর্ষু রোগীর পাশে পাঠাতে চান। গ্রামে ১৭ হাজার লোকের জন্য একজন ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে দু'লক্ষ টাকা খরচ করে একজন ডাক্তার তৈরী হচ্ছেন তাঁদের তিরিশ শতাংশ বিশেষজ্ঞ হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। এই কেন্দ্রের ছাত্ররা গ্রামে শিক্ষা নিয়ে

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

ভাঙনের মুখে কো-অরডিনেশন কমিটি, প্রশাসন বিব্রত

বিশেষ সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর, ৭ জানুয়ারী—দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সবচেয়ে পুরোনো সংগঠন রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটির ভাঙন শেষ পর্য্যন্ত আর এড়ানো গেল না। বন্ধু সরকার ও অনুকূল পরিবেশের ধুয়ো তুলে বিগত তিন বছরে কো-অরডিনেশন কমিটি কার্য্যতঃ বর্তমান সরকারের প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন আর কর্মচারী আন্দোলন এভাবেই মার খেয়েছে—এ অভিযোগ কোন বিরোধী কর্মচারী সংগঠনের নয়। জেলা সূত্রে জানা গেল শুধু মুরশিদাবাদ জেলাতেই নয় পশ্চিমবাংলার ১১টি জেলার 'সংখ্যা গরিষ্ঠ' নেতৃত্ব তথাকথিত 'আমলাতান্ত্রিক' রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে আগামী ২৩ জানুয়ারী একটি রাজ্য-কনভেনশন আহ্বান করেছেন, এজন্য আলাদাভাবে চাঁদা তোলাও হ'চ্ছে, এর রসিদও পাওয়া গেছে। বিক্ষুব্ধ নেতারা বিভিন্ন জায়গায় কর্মীসভা করে কর্মচারীদের কাছে তাঁদের বক্তব্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলা ঘেঁষা নীতি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের কথা তুলে ধরলেও এখনও এঁরা নিজেদের 'বিক্ষুব্ধ' বলতে রাজী নন। এঁদের একজন কথায় কথায় বললেন—'আমরা তো সংগঠন ভাঙিনি, আমাদের সংগঠন থেকে বেরও করে দেওয়া হয়নি, আমরা বিক্ষুব্ধ হ'তে যাবো কেন?' এর কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সূত্র থেকে জানা যায়, আসলে শুধু মুরশিদাবাদ জেলাতেই নয়, অন্য অনেক জেলাতেই কো-অরডিনেশন কমিটির নামে দুটি সমান্তরাল সংগঠন চলছে। তবে মুরশিদাবাদ জেলায় এ ব্যাপারে কয়েকটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। কয়েক মাস আগে এ জেলার সালার ইউনিটে দু'জন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দুটি আলাদা সাধারণ কর্মীসভা থেকে এবং বলা বাহুল্য দুটি সভাতে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর দুই জেলা নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই দুই নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকই আবার যখন জেলা মিটিংয়ে এক সঙ্গে বক্তব্য রাখতে উঠলেন, তাই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ, সভা-মুলতুবি এবং পরিশেষে কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপ ঘটে কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। অন্য একটি কর্মচারী সংগঠন (যুক্ত কমিটি) এর নেতা নির্মল বাগচি জেলা শাসকের কাছে কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ফাইলের ব্যাপার জানতে গিয়েছিলেন। জেলা শাসকের আদেশে তিনি যখন এ ব্যাপারে অফিস সুপারের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন তখন কথা কাটাকাটি থেকে ব্যাপারটি দাঁড়ালো কলার-ধরা পর্য্যন্ত এবং তা অফিস সুপারের একটি অশালীন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। যেহেতু নির্মল-বাবু বিরোধী সংগঠনের নেতা তাই কো-অরডিনেশন কমিটির জনৈক জেলা নেতা এবং এম এল এর শলা-পরামর্শে অফিস সুপারকে দিয়ে অভিযোগ লেখানো হল। সাসপেনশন অরডারও বের করে আনা হ'ল। এ সংবাদ লেখার সময় পর্য্যন্ত জানা যায় এখনও সাসপেনশনের লিখিত আদেশ এ মহকুমায় এসে পৌঁছোয়নি। টেলিফোনে এই নির্দ্দেশ জানানো হ'য়েছে। এবং তা টাইপ করিয়ে নির্মলবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হ'য়েছে। যাহোক সাসপেনশন আদেশের বিরুদ্ধে যখন দলমতনির্বিশেষে জেলা এবং মহকুমা স্তরে সব কর্মচারীই এককাট্টা তখন জেলা নেতৃত্বের

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায় গণ অবস্থান

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৭ জানুয়ারী—ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ষ্টাফ এণ্ড ওয়ার্কমেনস্ ইউনিয়ন ৫ জানুয়ারী থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার গণ অবস্থানে সামিল হয়েছে। প্রকল্প ভাতা ও বিদ্যুৎ ভাড়া কাটার এবং পার্মানেণ্ট ঘোষণা না করার প্রতিবাদে এই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমঃ লালগোপাল চৌধুরী জানান। তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিক-

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

গীতা জয়ন্তী

অরঙ্গাবাদ, ২২ ডিসেম্বর—গতকাল স্থানীয় হিন্দু-মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে পবিত্র ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশে গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে পূজাপাঠ, সঙ্গীত, আলোচনা এবং যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর্যায়ে ওই দিনটি রাত্রি নটা পর্যন্ত কর্মমুখর ছিল। হিন্দু-মিলন মন্দিরের নিমাই মহারাজ, বাদল মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারী ছাড়াও বহিরাগত কিছু সংঘকর্মী অনুষ্ঠানে

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

সরকারী কর্মী লাঞ্ছিত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৭ জানুয়ারী—টিউবওয়েলের কিছু অংশ চুরি যাওয়ার অভিযোগে ফরাক্কা ব্লকের কর্মচারী হারাধন মাইতি রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর এস পি সদস্য খোকা মণ্ডলের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনার নিন্দা করে জানানো হয়েছে, ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫০০ টিউবওয়েল মেরামতির জন্য মাত্র তিনজন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। এই অবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হলেও পঞ্চায়েত সদস্যের এই আচরণকে অনেকেই সমর্থন করেননি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৭

প্রতিবেদনের আলোকে

জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে নানা সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ সব প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আমরা বক্তব্যও রাখিয়াছিলাম। পত্রিকার গত সংখ্যায় শ্রীবিমান হাজরার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জনগণকে যেমন অশান্তি দিবে, তেমনই চিন্তিত করিবে।

হাসপাতালে যে দুর্নীতির চক্র সক্রিয় আগে ছিল, এখন তাহা কিছুটা স্তিমিত হইলেও অন্যবিধ ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া প্রতিবেদনে প্রকাশ। হাসপাতালের 'ডিউটি রোষ্টার' হইতে কোন্ কর্মীকে, কোথায়, কোন্ কাজে রাখা হইবে, ইহার অদল-বদল করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। যেহেতু কোন কর্মচারী দিনের পর দিন একই জায়গায় থাকিলে তাহাতে দুর্নীতি বাসা বাঁধে। অসুস্থতা নিবন্ধন এবং আবশ্যক বিবেচনায় যাঁহাদের ডিউটি রোষ্টার আওতা হইতে বাদ দেওয়া গেল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়, তাহাতে অপরাপর কর্মীর মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল। ফলে সকলকেই 'ডিউটি রোষ্টার' এর মধ্যে আসিতে হইল। সামগ্রিকভাবে হাসপাতাল পরিচালনায় বাদ-প্রতিবাদ নিশ্চয়ই অসুবিধার কারণ।

হাসপাতালের প্রয়োজনে কোন ওয়ার্ডমাষ্টারকে ডাকিয়া পাঠাইলে, রাত হউক বা দিন হউক, তিনি আসিলেন না উপরন্তু ডাক্তারবাবুদের উদ্দেশ্যে অশালীন কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। প্রতিবেদনে প্রকাশিত ইহা অবশ্যই মর্মান্তিক এবং খুবই আপত্তিকর। কর্মচারীরা 'ডিউটি স্পিরিট' কি জানেন না? তামাশা করিবার জন্য কোন ডাক্তারবাবু রাত্রিকালে ওয়ার্ডমাষ্টারকে ডাকিবেন —ইহা নিশ্চয়ই বিশ্বস্য নয়। হাসপাতালের প্রতি কর্মী মানবিক ধর্মে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং তদনুযায়ী স্বকর্মে রত থাকিবেন এই নীতি

প্রশাসন ও বাস্তুঘুঘুর

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বসলেন ও গাইডলাইন মেনে নিলেন নেতারা। কর্মীদের সই করতে বলা হোল তাতে। অনেকেই সই দিলেন না। গাইড লাইনে ছিল—ডিউটিতে সময় মতন আসতে হবে, যখন তখন আসা যাওয়া বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি।

হাসপাতাল চত্বরে শূয়োর চড়ছে। কর্তৃপক্ষ চাইলেন শূয়োরের বীজাণু যাতে হাসপাতালে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য 'শূয়োর চড়া' বন্ধ করতে। কয়েকজন কর্মী ফেটে পড়লেন রাগে। কারণ শূয়োরগুলো তাঁদেরই পোষা। এক্স-রে বিভাগে নানা অপকর্ম চলে। সরকারী কোটার এক্স-রে ফিল্ম চুরি

এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া বোধ করি, অন্য সব সভ্য দেশের হাসপাতাল কর্মী মানিয়া চলেন। হাসপাতাল ফার্মেসী ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা করিলেন কর্তৃপক্ষ। ডিউটি ত ভাগ করিয়াই দেওয়া হইল; তৎ সত্ত্বেও ফার্মেসী ষ্টাফের গোঁসার কারণ জনসাধারণ বুঝিতে পারিলেন না। এখন রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ফার্মেসী খোলা থাকে। রাত্রির বাকি সময়ে ঔষধের প্রয়োজন হইবে না, এ কথা মানা যায় না। কারণ ইহা হাসপাতাল। আরও নানা রকম কথা প্রতিবেদনে আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাস্য: হাসপাতাল কর্মীরা কি তাঁহাদের কর্তব্যবোধের ধর্ম ও মানবিক ধর্ম—উভয়কেই বিসর্জন দিয়াছেন? ডাক্তারবাবুকে 'ইমারজেন্ট কল' দিলে তিনি আসিবেন। কিন্তু ওয়ার্ডমাষ্টার বা অপর কোন কর্মীকে ডাক্তারবাবুরা ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি আসিবেন না, কেমন কথা? কেনই বা রোগীর প্রয়োজনে ফার্মেসী বিভাগ সব সময়ের জন্য খোলা থাকিবে না? তাহা হইলে সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দান করুন যে, গভীর রাত্রে কোন ঔষধের প্রয়োজন হইলে রোগীরা মৃত্যুক্ষণ গণিবেন আর ততক্ষণ ফার্মেসী ষ্টাফ ডিউটি ভাগ (৮ ঘণ্টা) লইয়া প্রতিবাদ তুলিয়া রাত্রি ৮ টার মধ্যে ফার্মেসীর ঝাঁপ বন্ধ করিবেন। ডাক্তার-সিস্টারের নাইট ডিউটিই বা কেন?

টানাপোড়েনে মহকুমা হাসপাতাল

করে রসিদ না দিয়ে টাকা আদায় করে বাইরের মানুষদের এক্স রে করানো হয়। পরে কোটা মেলাতে ভুয়া নাম খাতায় ওঠানো হয়। এ জিনিষ এই হাসপাতালে বহুদিন থেকেই চলে আসছে। কর্মীদের উপরি রোজগার এর থেকে ভালই আসে। কর্তৃপক্ষ এই দুর্নীতি বন্ধ করতে সই প্রথা চালু করলেন। চুরি বন্ধ হোল। আঁতে ঘা লাগল ওদের।

আউটডোরে প্রত্যেক রোগী প্রতি ২৫ পয়সার ওষুধ দেওয়ার নিয়ম। ডাক্তারবাবুরা দেখলেন এতে রোগীরা অসুবিধেয় পড়েন। বাইরে থেকে ওষুধ কেনার সামর্থে কুলোয় না অনেকেরই। তাই দামী দামী কিছু ওষুধ বাইরের রোগীদের 'প্রেসক্রাইব' করতে শুরু করলেন। এই সুযোগে ওষুধ চুরি শুরু হোল। রোগীদের কম ওষুধ দিয়ে ফার্মেসীতে ওষুধের পরিমাণ বেশী লিখে নেওয়া হতে লাগল। কয়েকজন ধরা পড়ে 'ভুল হয়ে গেছে' বলে মাফ চাইলেন।

এরপর হাত পড়ল কিচেন ও খাবারে। কনট্রাকটরের দেওয়া জিনিষপত্র লোপাট হয়ে যেত। রোগীদের কোটা কমিয়ে, দুধে জল মিশিয়ে কর্মীদের কেউ কেউ সে সব বাড়ির কাজে লাগাতেন। কড়া নজরদারি এবং রোটেশন ডিউটিতে এ সবে কড়াকড়ি হোল। কর্মীরা অসন্তুষ্ট হলেন। এইভাবে একের পর এক বাস্তুঘুঘুর বাসা ভাঙতে শুরু হতেই আঁতে ঘা লাগল জঙ্গিপুর হাসপাতালের কর্মচারীদের। সব ইউনিয়নেরই এ ব্যাপারে এক রা। তাঁরা রে রে রব তুলে আওয়াজ উঠালেন ডাক্তারবাবুদের বিরুদ্ধে। সব ডাক্তার ভেতরে মদত দিলেও সাধু সাজলেন। ভাল ব্যবহার করে কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেন। রাগ গিয়ে পড়ল সুব্রত দত্তের উপর। তাই একের পর এক তাঁর উপর লাঞ্ছনা আর নির্যাতন চলতে শুরু হোল কারণে অকারণে।

১২ ডিসেম্বর মনোজ নামে একটি ছোট ছেলে মারা গেল। ছেলেটি ডাক্তার এস পি চ্যাটারজির চিকিৎসাধীন ছিল। সকালে এমার্জেন্সীতে ডিউটির সময় সুব্রতবাবু তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চলে যান। বিকেলে ডিউটি করতে এসে দেখেন ছেলেটি মারা গেছে। শংকর চ্যাটারজির পরিবর্তে ডাক্তার মিসেস শীল মনোজের চিকিৎসা করেন। তবু তাকে বাঁচানো যায়নি। সুব্রত দত্তকে সামনে পেয়ে কয়েকজন গালিগালাজ করতে শুরু করেন। সুব্রতবাবুও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বচসা চরম আকার নিতেই ডাক্তারবাবুকে মারধোর করা হয়।

২৮ নভেম্বরও অনুরূপ একটি শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে হাসপাতালে উত্তেজনা দেখা দেয়। শিশুটির নাম মিহির মণ্ডল। ডাঃ দত্ত তখন পা ভাঙ্গা অবস্থায় ছুটিতে ছিলেন। তাঁর অধীনে থাকলেও মিহিরের চিকিৎসার ভার দেওয়া হয় ডাক্তার মুখার্জির উপর। তবু সে মারা যায়। হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী শিশুটির আত্মীয়-স্বজনদের উসকে দেন ডাক্তার দত্তের বিরুদ্ধে। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল না বলে সবাই জানেন।

হাসপাতালের ঘটনাবলীতে মাথা গলিয়ে আমার মনে হয়েছে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রশাসনিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মীরা পূর্ণ সহযোগিতা করছেন না। যে সব খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে এসেছে তার সবই ঠিক তা হয়ত নয়। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তার অনেকাংশই ঠিক। সব থেকে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, এত সব দুর্নীতি ও ঘটনা সত্ত্বেও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা নীরব দর্শক। সব জেনেশুনেও এবং রিপোর্ট পেয়েও তাঁরা কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না—বিচিত্র স্বাস্থ্য বিভাগের অদ্ভুত এই কাণ্ডকারখানায় সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে হতবাক।

নামী-দামী ডাক্তারবাবুরা জঙ্গিপুরে আসেন কর্তব্যকর্মের তাগিদে। তাঁদের কাছ থেকে রোগীরা চায় মধুর ব্যবহার, সুষ্ঠু চিকিৎসা। সেই সঙ্গে নার্স ও কর্মীকের সেবাও কাম্য। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে কারো চাকরি যাক বা কেউ অসুবেধেয় পড়ুক তা হয়ত কেউই চান না। কিন্তু সেই সুযোগে ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে সব রকম দুর্নীতি

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

বিড়ি শ্রমিকের ক্ষতি

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ জানুয়ারী— মহকুমার বহু জায়গায় বিড়ি মুনসিরা বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের শোষণ করছেন বলে বহু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এ ধরনের একটি নতুন খবর এসেছে। খবরে জানানো হয়েছে, একটি বিড়ি কোম্পানী থেকে মুনসিদের মাধ্যমে যে পাতা শ্রমিকদের সরবরাহ করা হচ্ছে তার অর্ধেকটাই পচা বেরোচ্ছে। শ্রমিকরা বিড়ি বাঁধতে গিয়ে হাজারের জায়গায় ওই পাতায় পঁচশো বিড়ি বাঁধতে পারছে। ফলে তার মজুরি কমছে, উপরন্তু পাঁচশো বিড়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ তাদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। যার দরুণ বিড়ি বেঁধেও তারা খালি হাতে বাড়ি ফিরছে। কাউকে বা ঘর থেকে গচ্চা দিতে হচ্ছে। এ অভিযোগ রঘুনাথগঞ্জ থানার সুজাপুরের এক-জন বিড়ি মুনসির বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিকদের।

প্রশাসন ও বাস্তুঘুঘু

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

আর অপকর্মকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন সেটাও অভিপ্রেত নয়। এস ডি এম ও ডাক্তার সুব্রত দত্তের বিরুদ্ধেও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ আছে। সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। দোষী হোলে তাঁকে সাজা পেতেই হবে। কিন্তু অকা-রণে বার বার তাঁকে হেনস্থা করার অপচেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কর্মীদের অভিযোগের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। হাস-পাতালের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষায় সম্মানের সমঝোতা সবার কাম্য। এ ব্যাপারে এখানকার বিশিষ্ট জনেরাও অনেকে এই সমঝোতার শরিক হতে চান। হাসপাতালের উন্নয়নে এ ধরনের বোঝাপড়া গড়ে উঠলে মঙ্গল আমাদেরই। কথাটা কর্মীদের কেউ কেউ বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। —বিমান হাজরা

(শেষ)

ওসি গ্রেফতার

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগে লালবাগ থানার ওসিকে নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, লালবাগ এস ডি জে এম আদালতে ১০৯ ধারার এক টি মামলায় ওসি নিখিলেশ বিশ্ব স মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। এস ডি জে এম পি কে মজুমদার তাঁর ৩৫ পৃষ্ঠার রিপোরটে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য আই জি, পুলিশ সুপার এবং এস ডি পি ও র কাছে ওসিকে শাস্তিদানের সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ক্রিমনাল পেনাল কোডের ৩৪৪ ধারায় ওসিকে গ্রেফতার করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড

সাগরদীঘি, ৭ জানুয়ারী—বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামে গণপতি মণ্ডল নামে এক চাষীর বাড়ীতে সম্প্রতি এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় চার হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। বাড়াটি ভস্মীভূত এবং গবাদি পশু নিহত হয়েছে। সরকারী সাহায্যের জন্য তিনি ব্লক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন।

ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে

সাগরদীঘি, ৪ জানুয়ারী—গত ২৫ ডিসেম্বর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে একটি কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। ৬০ জন বুদ্ধিজীবী এই কনভেনসনে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা এ প্রসঙ্গে জোরালো বক্তব্য রাখেন। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও সহজপাঠ তুলে দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়। পৌরোহিত্য করেন শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
পাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

মেডিক্যালের দ্বারোদ্ঘাটন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পাবেন। গ্রামের মানুষকে সেবা করার মন নিয়ে যুবকদের এগিয়ে আসতে এবং রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান প্রমোদবাবু জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্য জানান, তিন বছর কোরসের এই ধরনের ছটি প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের ছটি জেলায় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম প্রতিষ্ঠানটির দ্বারোদ্ঘাটন আজ করা হল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় কয়েকটি করে জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ছাত্র ভর্তি করা হবে ১৬০ জন। বহরমপুরের এই প্রতিষ্ঠানটিতে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৩ জন ছাত্র নেওয়া হবে। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্রদের জন্য থাকবে ৯টি আসন। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বলেন বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস এবং আনুষঙ্গিক গৃহ ভালোভাবে তৈরী করা হয়েছে। তিন বছরে ছাত্ররা তৈরী হবে। সাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করবেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের ছটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৬০ জন সহায়ক তৈরী হবে পরিপূরক শক্তি হিসেবে। মূল প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটনের আগে আজ সকালে পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্ণসুবর্ণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বহরমপুর ইনসটিটিউট অব ডিপলোমা কোরস ইন কমিউনিটি মেডিক্যাল সারভিসের কর্ণসুবর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

গীতা জয়ন্তী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যোগদান করেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য আশ্রমের স্বামী সুন্দরানন্দ সরস্বতী মহারাজ। সন্ধ্যায় শ্রীগীতার ঐতিহাসিক, সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডি এন কলেজের অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ও ধীরেন্দ্র বিশ্বাস এবং স্বামী সুন্দরানন্দ সরস্বতী ও বাদল মহারাজ।

প্রশাসন বিব্রত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১০-১২ ছাড়া কো-অরডিনেশন কমিটির আর সব জেলা নেতাই কর্মচারীদের সঙ্গে বিক্ষোভের সামিল হ'লে এ জেলায় কো-অরডিনেশন কমিটির ভাঙন সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তথাকথিত বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠি আগে 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করলেও যখন ২৭ তারিখের কর্মচারী ধর্মঘটের জন্য বেতন কাটার আদেশ এলো তখন অন্য সংগঠনের সাথে পে-বয়কটের আন্দোলনে এঁরাও সামিল হ'লেন। অন্য একটি সূত্রে জানা গেল মুর্শিদাবাদের এই কর্মচারী আন্দোলনের ঢেউ অন্য জেলাতেও ছড়িয়েছে এবং ফলতঃ কো-অরডিনেশন কমিটির ভাঙন তরান্বিত হ'চ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে সরকারী কর্মচারীর ওপর লাঠি চার্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে তেরো দিনের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হ'য়েছিল, এই কো-অরডিনেশন কমিটিই তা শর্তহীন ভাবে প্রত্যাহারের দাবী জানায় এবং ফলতঃ কিছু বিক্ষুব্ধ সংগঠন জন্মলাভ করে। জানা গেল, মুর্শিদাবাদ জেলায় আবার এই ধরনের কর্মচারী আন্দোলনে রাজ্য প্রশাসন কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন।

ফরাক্কায় গণ অবস্থান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারীর মৌলিক দাবিগুলি পূরণ করার জন্যে কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ অতি সামান্য দাবী-দাওয়া যা তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত সেগুলি দিল্লী মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে অহেতুক শ্রমিক-কর্মচারীদের হয়রানি করে থাকেন। বহু কর্মচারী ১৮ বৎসর চাকরি করার পর আজও পার্মানেন্ট ঘোষিত না হওয়ায় অবসর গ্রহণের পর রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে হয়। কেউ অকালে মারা গেলে তাদের পরিবারবর্গ পেনসনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কমঃ চৌধুরী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন এতেও যদি কর্তৃপক্ষের টনক না নড়ে, তা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে শ্রমিক কর্মচারীরা বাধ্য হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৺ভাগীরথী গঙ্গাপথ জলকর ভালভাবে দেখা-শুনা করার জন্য কয়েক মাস পূর্বে জঙ্গিপুর কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমলয়কুমার দাস উভয়ের সাং, পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়দ্বয়কে Supervisors বা তদারককারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের অবহেলা ও অবিবেচনার দরুণ এষ্টেটের বহু ক্ষতি হইয়াছে সেই-জন্য শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গত ইংরাজী ২৪-১০-৮০ তারিখে এবং শ্রীমলয়কুমার দাস মহাশয়কে গত ইংরাজী ২৭-১০-৮০ তারিখে রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে নোটিশ দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহা-দের উক্ত Supervising বা তদারকী কার্য্য হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা উক্ত নোটিশ যথাক্রমে গত ইংরাজী ২৮-১০-৮০ ও ২৯-১০-৮০ তারিখে যথারীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তাঁহারা ঐ তারিখ হইতে আর উক্ত জল-করের Supervisors বা তদারক-কারী নহেন। ৺গঙ্গাপথ জলকর বর্তমানে মালিক ও ট্রাষ্টীগণের নিজ তত্ত্বাবধানে আছে ও থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বিষয় রীতিমত ঢোল সহরৎ-পূর্বক গত ইংরাজী ২২-১১-৮০ তারিখে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হইয়াছে। ইতি—

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর বিভক্ত ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টী শ্রীগণেশচন্দ্র খাঁ ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা খাঁর পক্ষে শ্রীগণেশচন্দ্র খাঁ। সাং ও পোঃ মানকুণ্ডা, জেলা হুগলী। ২-১-৮১

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের সামনে ১২-১৩ কাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। আরতি ব্রহ্ম, ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ) অথবা সুভাষ সেন-গুপ্ত, 'রকমারি' রঘুনাথগঞ্জ (মুরশি-দাবাদ)।

Tender Notice

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2908 from Class-I of I. & W. Depart-ment and bonafide out siders for works on the right bank of river Ganga/ Padma damaged during the flood of 1980 detailed below, by Executive Engi-neer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunath-ganj, Dist. Murshidabad. Estimated cost, Earnest money are (i) Supply of boulders at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 1,66, 663/-, Rs. 3,333/- (ii) Supply of boulders at Dhulian reach, Rs. 8,91,295/-, Rs 17,826/- (iii) Supply of boulders at Aurangabad-Durgapur reach Rs. 5,18, 025/-, 10,361/- (iv) Supply of boulders at Kutubpur reach Rs. 2,49,159/-, 4,983/- (v) Supply of boulders at Sekhalipur reach Rs. 10,68,702/-, Rs. 20,000/- Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in any working days, Saturdays upto 1-00 P. M. Last date of application for pur-chasing tender form 28. 1. 81 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender 30. 1. 81 upto 3-00 P. M.

S. K. Dey
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion
Division.
Raghunathganj

বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন

(ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল)

১৯৮১ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড থ্রী ক্লাশ খোলা হয়েছে।

নূতন বছরের জন্য কেজি-ওয়ান, কেজি-টু, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান, ষ্ট্যাণ্ডার্ড টু এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড থ্রীতে ভর্ত্তি শুরু হয়েছে।

নির্ধারিত ফর্ম ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।

অধ্যক্ষ
বিবেকানন্দ বিদ্যা-নিকেতন
জোতকমল, জঙ্গিপুর

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (প বঃ), পিন—৭৪২২২৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১৬ই পৌষ—৩০শে পৌষ '৮৭

ধান ঃ এ পক্ষেও লাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরি ও আই. আর ২০ জাত বাদে অন্যান্য জাতের চারা রোয়া চলবে। বীজতলা থেকে চারা তোলার ১ সপ্তাহ আগে প্রতি দশ শতক বীজতলায় ১ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। মূল জমিতে শেষ চাষের আগে প্রাথমিক সারের পরিমাণ রোয়ার দূরত্ব ইত্যাদি জানার জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

গম ঃ মুকুট শিকড় বের হওয়ার আগে অর্থাৎ বীজ বোনার ২১ দিন পরে একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে প্রথমবার সেচ দিন। বেশী পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে গমে দ্বিতীয় বার সেচ দিন।

আলু ঃ বীজ লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে গাছের গোড়ায় ভেলা বেঁধে দিন। জলদি ও নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য এ পক্ষ থেকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যাঙ্কোজেব (যেমন ডাইথেন এম ৪৫) বা জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড ৭৮, লোনাকল, হেক্সাথেন ইত্যাদি) বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলান ইত্যাদি) গুলে গাছের পাতার দু' দিকে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। কুটে রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত গাছগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

আখ ঃ আগের মাসে লাগানো আখের ক্ষেতে ৪৫ দিন পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

ডাল ঃ ছোলা, মুসুর, মটর প্রভৃতি ডালের ক্ষেতে রোগ-পোকা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত ওষুধ দিন।

সরষে ঃ প্রয়োজনে ফুল আসার আগে একবার সেচ দিন।

শাক-সবজি রোয়া-পেঁয়াজের ক্ষেতে চারা লাগানোর এক মাস পরে একরে ২৪ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন। এ পক্ষেও রোয়া পেঁয়াজের চারা লাগাতে পারেন। এখন গ্রীষ্মকালীন সবজি মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙে ও ফুটির বীজ লাগানো শুরু করুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80,81

TENDER NOTICE

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project
Farakka, Murshidabad (W. B.)—742 212

Tender Notice No. FS : 42 : CS : 326/T-1/81, FS : 42 : CS : 322/T-2/81, FS : 42 : CS : 327/T-3/81, FS : 42 : CS : 120/T-4/81.

Sealed tenders are invited from experienced and resourceful contractors for the following works. Tender documents can be obtained from this office on payment of Rs 25·00 for each work from 2-1-81 to 16-1-81 during 09-00 hrs. to 11-00 hrs. and 15-00 hrs to 16-30 hrs. and will be received latest by 17-1-81 upto 10-00 hrs. and will be opened on the same date at 10-30 hrs. in presence of attending tenderers or their authorised representatives.

Name of the work—

1. Diesel Oil Fencing inside WBSEB Packaged Plant Building.
   Nit No. FS : 42 : CS : 326/T-1/81.
2. Construction of Ramp for washing of vehicles and Temporary Shed near Ramp at Ty. Township.
   Nit No. FS : 42 : CS : 322/T-2/81.
3. Construction of Twenty Nos. Security Post at Farakka STPP.
   Nit No. FS : 42 : CS : 327/T-3/81.
4. Construction of Water Supply Scheme at Plant Site of FSTPP.
   Nit No. FS : 42 : CS : 120/T-4/81.

Approx. Value of Work (Rs.)—
1. 8,860·00 2. 10,240·00 3. 31,705·00 4. 54,000 00

Earnest Money (Rs.)—
1. 177·00 2. 205·00 3. 604·00 4. 1,080·00

Completion Period—
1. One month 2. One Month 3. Three Months
4. One Year.

TERMS & CONDITIONS

1. Proof of registration, credentials, tax clearance certificates shown at the time of obtaining forms should be submitted alongwith the tender.
2. General Conditions of Contract and tender specifications can be seen in this office on any working day during office hours.
3. The acceptance of this tender and the award of the work to more than one contractor if considered necessary rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest or any tender and reserves the authority to accept a tender in whole or in part or reject any or all the tenders submitted without assigning any reason.
4. Tenders received late and/or without Earnest Money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against running account bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender papers, alongwith the tender at the time of submission. Tenderers registered with any other project of NTPC are not exempted from deposition of EMD.

Sr. Engineer (C & P)
Farakka Super Thermal Power Project
Farakka, Murshidabad (W. B)

আমিও একদিন……
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।
এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।
শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—*চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার*
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অমৃতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।